

সিটিজেন চার্টার

দ্বীপ্তিমান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্পিত স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। আর এর নিয়ামক শক্তি হচ্ছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাগণ। বীরত্বগাঁথা আর গৌরবোজ্জল সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চূড়ান্ত করণ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নসহ তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করণার্থেই ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর এ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণার্থে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য :

- কীর্তিমান মুক্তিযোদ্ধা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্যুতিমান মহিমাকে চিরভাস্বর করে রাখার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণ ;
- মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং স্মৃতি সংরক্ষণ ;
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন এবং দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থার নিবন্ধন ;
- মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান।

কার্যাবলী:

এতদুদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তন্মধ্যে ২টি প্রকল্প ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন/পুনর্বাসনের নিমিত্ত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় অনন্য ভূমিকা রাখছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০০২ এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ/মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমেও আর্থ-সাধাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। একই লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত কোটা সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের বিষয়টি এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে জাতি ০৭ জন মহান যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেছে। বাংলার মানচিত্র যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিদ্যমান থাকবে জাতি ততদিন এই মহান বীরদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। এই মহান ০৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের জন্য সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে নিম্নরূপ কার্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে :

- বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাঃ লেঃ মতিউর রহমান ও বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোঃ হামিদুর রহমান এর দেহাবশেষ বিদেশের মাটি থেকে এনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।
- বীরশ্রেষ্ঠের পরিবারবর্গকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- তাদের স্মরণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সড়ক/গ্রন্থাগার নামকরণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইতে তাদের অবিস্মরণীয় অবদানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমেও মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। অসচ্ছল, বয়ঃবৃদ্ধ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মানী ভাতা, বোনাস, সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের বিবাহ, পোষ্যদের শিক্ষা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের বিষয়েও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে ইউনিট কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে সংগঠিত ভাবে জীবন যাপনের জন্য উজ্জীবিত করা হচ্ছে।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার অঙ্গিকার সম্বলিত এ মন্ত্রণালয়ের একটি সুবিন্যস্ত তালিকা তথা সিটিজেন চার্টার নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা হলো :

প্রশাসন-১ শাখা :

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
০১।	মুক্তিযোদ্ধার আবেদন নিষ্পত্তিকরণ	যথাযথ আবেদনকারী	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ১০ দিনের মধ্যে।	

প্রশাসন-২ শাখা :

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
০২।	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণ	আবেদন (সঠিক কাগজপত্রসহ) প্রাপ্তি এবং অনুমোদন সাপেক্ষে ১ মাসের মধ্যে।	
০৩।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের (বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ) রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য	আবেদন (সঠিক কাগজপত্রসহ) প্রাপ্তি এবং অনুমোদন সাপেক্ষে ১ মাসের মধ্যে।	

Samir

৪।	প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত ও সৎকার কাজে অনুদান প্রদান	প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	আবেদন (সঠিক কাগজপত্রসহ) প্রাপ্তি এবং অনুমোদন সাপেক্ষে ১ মাসের মধ্যে।	
৫।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স, মওকুফকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্য	আবেদন (সঠিক কাগজপত্রসহ) প্রাপ্তি এবং অনুমোদন সাপেক্ষে ১ মাসের মধ্যে।	
৬।	মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক বিধি ও নির্দেশমালা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম।	মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ	আবেদন প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে।	

পাস-১-৩ শাখা :

ক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৭।	মুক্তিযোদ্ধাদের সাময়িক সনদপত্র প্রদান।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	পাসজিক তথ্যাদি যাচাই সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে এবং জরুরী ভিত্তিতে ২০ দিনের মধ্যে।	
৮।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি/বাড়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান।	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ	সব তথ্য সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ০৪(চার) মাসের মধ্যে।	

ফরম -৪ শাখা :

ক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৯।	মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করণ	মুক্তিযোদ্ধাগণ	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০০২ এবং বিধিমালা-২০০২ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে আবেদন দাখিল এবং যাচাই প্রতিবেদন পাওয়ার ১০ দিন থেকে ২৫ দিনের মধ্যে।	

ফরম -৬ শাখা :

ক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
০।	চিকিৎসাসহ বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য বিষয়ক আবেদন	মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার পরিবারবর্গ	আবেদন প্রাপ্তির ২০ দিনের মধ্যে (সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সঠিক থাকলে) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।	
১।	খাস জমি/ইজারা /বরাদ্দ বিষয় আবেদন	মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার পরিবারবর্গ	আবেদন প্রাপ্তির ২০ দিনের মধ্যে (সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সঠিক থাকলে) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।	

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

ক নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য সাধারণভাবে সরকারী হাসপাতালে ও শুধুমাত্র গ্রাম্যবেটিক রোগের জন্য বারডেম হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা ব্যয় বহন	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ০১ মাসের মধ্যে।	
২।	হীল চেয়ারধারী মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পথ্য এবং সাধারণভাবে সরকারী হাসপাতালে ও শুধুমাত্র ডায়বেটিক রোগের জন্য বারডেম হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা ব্যয় বহন	হীল চেয়ারধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ০১ মাসের মধ্যে।	
৩।	বার্ষিক শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ নতুন)	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানগণ	সব তথ্য সঠিক থাকলে, অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে প্রতি বছর জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে।	
৪।	বৈবাহিক ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার কন্যা	সব তথ্য সঠিক থাকলে, অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে আবেদন অনুমোদনের ০১ মাসের মধ্যে।	
৫।	ঐৎসব ভাতা (রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার বংশে সরকার কর্তৃক প্রদেয়)	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যবৃন্দ (এফ	ঐৎসব প্রাক্কালে।	

১৭।	পরিচয়পত্র	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ (এফ ক্যাটাগরি ব্যতীত)	আবেদন প্রাপ্তির ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৮।	কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ও আনুষাংগিক দ্রব্যাদি	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ১ মাসের মধ্যে অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে।
১৯।	আবহাওয়া পরিবর্তন	ছইল চেয়ারধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ (প্রতি বছর একবার)	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে।
২০।	বার্ষিক এলীড়া ও বনভোজন	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং শহীদ পরিবার (প্রতি বছর একবার)	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে।
২১।	জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং শহীদ পরিবার (প্রতি বছর একবার)	অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি/সেবা	সেবা গ্রহণকারী	দায়িত্ব সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১।	গকা থেকে অস্বচ্ছল মৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের লাশ পৌঁছানোর জন্য গাড়ী ভাড়া প্রদান এবং কফিন ও মিলাদের জন্য ৫,২০০/-টাকা প্রদান।	মুক্তিযোদ্ধাগণের পরিবার	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ৩ দিনের মধ্যে।	
২।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ২ সপ্তাহের মধ্যে।	
৩।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থিক সাহায্য প্রদান।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ২ সপ্তাহের মধ্যে।	
৪।	কন্যাদায়গ্রহণ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের কন্যার বিবাহের জন্য অনুদান প্রদান।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ২ সপ্তাহের মধ্যে।	
৫।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণের সন্তানের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	আবেদন প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ২ সপ্তাহের মধ্যে।	
৬।	জাতীয় দূর্যোগে মুক্তিযোদ্ধাসহ জনগণের মাঝে ঝাণ বিতরণ।	ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ	দূর্যোগ চলাকালে।	
৭।	প্রতিটি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা ভবন (কমপ্লেক্স) নির্মাণ।	মুক্তিযোদ্ধাগণ	সুবিধাজনক সময়ে।	
৮।	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মুক্তিযোদ্ধাগণের অংশগ্রহণ এবং প্যারেড-এর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করণ।	--	যথাসময়ে।	

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মতামত এবং অভিযোগ নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

যুগ্ম-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারী পরিবহন পুল ভবন,
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
টেলিফোন নং-৯৫৬৯০৯৯

উপ-সচিব (প্রশাসন)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারী পরিবহন পুল ভবন,
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
টেলিফোন নং-৯৫৫৬৪১৯

সচিব
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
৮৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন নং-৯৫৫৫৫১৫